সমকাল

তারিখ ... 02 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ১ ২ কলাম ১

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হৃদয়ে শিক্ষা চাই

আমরা একটা বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখছিলাম; কিন্তু সেটা হয়নি। আমি যে বৈষম্যের কথা বললাম, তার আগ্রাসী নমুনা আমরা দেখতে পাব শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে তাকালে। শিক্ষাক্ষেত্রের যে তিন ধারা; এই তিন ধারা ওই বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। এবং এই তিন ধারা আবার ওই বৈষম্যকে বাড়িয়ে চলেছে দিনের পর দিন।

বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে নানাভাবে। তার ফল আমরা নানা জায়গায় দেখছি। এখন আগামী দিনগুলোতে এটা আমরা দেখব যে, ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে আমাদের সমাজে। ধনী হওয়ার এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াটা যাতে অব্যাহত না থাকে। এরা কীভাবে ধনী হচ্ছে? তারা ধনী হচ্ছে উৎপাদনে তাদের অবদানের মধ্য দিয়ে নয়। তারা ধনী হচ্ছে অন্যের উপার্জিত সম্পদের ওপর ভর করে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পদ লুট করে। সরাসরি লুণ্ঠন করছে এরা। উন্নয়নের নামে বিদেশে পাচার হচ্ছে আমাদের সম্পদ।

এখন দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, এই সমস্যাগুলো আমরা সরাসরি সামনে আনতে পারছি না। আর এ বিষয়গুলো সামনে আনার বা এই কথাগুলো বলার কাজটা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের। সব সমাজেই বুদ্ধিজীবীরা এই দায়িত্ব নেন। বিদ্যমান ব্যবস্থার যে ত্রুটি এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার যে পথ–

▶▶ এরপর ২ পৃষ্ঠায়

হৃদয়ে শিক্ষা চাই

হয়েছে কি-না, হলে কয়জন হয়েছে, জিজ্ঞাসা সেটাই।

চাকুরে নয়, ভদ্রলোকও নয়, মানুষ সৃষ্টি করাই যে শিক্ষার মূলকথা হওয়া উচিত, এ সত্যটা সকলেই মান্য করেন। কিন্তু ওই সত্য মান্য করা আর সত্যিকার মানুষ সৃষ্টি করা এককথা নয়। দারিদ্র্যের যে-হৃদয়হীন বন্ধনে আমরা আটকা পড়েছি, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আজ ভীষণভাবে দরকার কারিগরি কৌশলের; দরকার দক্ষ, কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমান মানুষের। এ প্রয়োজনের সত্যটি আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে অবশ্যই। কিন্তু রাখতে গিয়ে খেয়াল রাখা আবশ্যক হবে, যাতে মুহূর্তের জন্যও চোখ ফিরিয়ে না নিই অন্য একটি সত্য থেকে। সেটি হলো এই যে– কৌশলজ্ঞান, দক্ষতা, কর্মনিপুণতা এসব ব্যাপার চালু রাখার ব্যাপার, সৃষ্টিশীলতার ব্যাপার নয়।

কিন্তু শুধু সৃষ্টি নয়, হৃদয়ের চর্চার মধ্য দিয়ে একাকিত্বের বোধ কেটে যায় মানুষের। এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের মমত্ব যখন গড়ে ওঠে, তখন আর আমরা ক্ষুদ্র থাকি না, সামান্য থাকি না– তখন ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, বৃহৎ হয়ে পড়ি। তখন শুধু মানুষ নয়, যুক্ত হই প্রতিপার্শ্বের সঙ্গেও। যখন বুঝি আমরা একা নই তখন হতাশা আসে না সহজে, বিষণ্ণতা আসে না স্বল্পসুযোগে।

এই বাংলাদেশে মানুষে মানুষে দূরত্ব সৃষ্টির কাজে যত কায়দা-কৌশল চালু আছে, অন্য কোনো কিছু সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন আছে বলে মনে হয় না। বিচ্ছিন্নতার জায়গা মিলনকে প্রতিষ্ঠার জন্য হৃদয়ের পরিচর্যা করা খুব বেশি করে প্রয়োজন।

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি চাই, ভাগ্য পরিবর্তনের বিপুল-প্রবল উদ্যম, আর সে জন্যই হৃদয়ের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে চাই বুদ্ধির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, যাতে করে অনুভব ও ধারণা, আবেগ ও জ্ঞান, কল্পনা, বুদ্ধি একত্রে কাজ করতে পারে, যাতে করে হৃদয় ও মস্তিষ্কের সুবর্ণসংযোগে আমরা নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারি সবল ও সমর্থ পদক্ষেপে। পানির প্রবল স্রোতকে বশ করে যেমন আমরা বিদ্যুৎশক্তি এনেছি, তেমনি করে আবেগ থেকে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা আনতে হবে, নইলে বন্যা আসবে দুর্গতিকে মাথায় নিয়ে।

তথাকথিত আদর্শবাদের আমরা বিস্তর প্রশংসা করি, কিন্তু এই আদর্শবাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার যদি থাকে, তবে সেই আদর্শবাদে হৃদয়ের অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। আমাদের দেশে হৃদয়কে অবজ্ঞা করার অভ্যাস অতিশয় পুরাতন। শুধু অবজ্ঞা নয়, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই ব্যবস্থা আছে অতিশৈশবে আমাদের হৃদয়কে ক্ষীণপ্রাণ করার। শিশুকে আমরা প্রায় কখনোই শিশু হিসেবে বিবেচনা করি না। শিশু যাতে শৈশবে শিশু থাকে, তার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দার্শনিক রুশো দিয়েছেন। পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ সেই পরামর্শ মেনে নিয়েছে, আমরা পারিনি। শিশুর জগৎ কাচের চেয়েও ভঙ্গুর। এই অতিভঙ্গুর জগতের ওপর সমাজ ও সংসারের দোর্দণ্ড প্রতাপেরা এমন বিক্রমে ও নিষ্ঠুরতায় ঘা দিতে থাকে যে জগৎটা ভেঙে খানখান হয়ে যায় অচিরে, আনন্দ ও কল্পনার মূল্যবান উপকরণগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে এখানে-সেখানে। শত বছরের বঞ্চনা ও দুর্গতির বোঝা শিশুর দুর্বল হৃদয়ের ওপর চেপে বসে– দয়ামায়া না করে। পিতামাতার দুর্বহ দুঃখ, সংসারের দুঃসহ বীভৎসতা, চারপাশের মর্মভেদী ক্রন্দন– এইসবের শক্ত বোঝা বইতে গিয়ে সামান্য শিশুর ছোট্ট হৃদয়টি একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। হৃদয়ের বাকি জীবনটা কাটে পঙ্গুত্বের ভেতরই। জীবন মানে